১৪ জুলাই, যখন এক বক্তব্যে নাড়া খায় দেশের হাজারো শিক্ষার্থীর হৃদয়, তখন রাজপথে ওঠে ন্যায় ও মর্যাদার দাবিতে প্রতিবাদের ঢেউ। কিন্তু সেই জাগরণ রাতেই, ছাত্রাবাসের নিস্তব্ধ দরজায় কড়া নাড়ে ভয়। ঘরে ঘরে ঢুকে ভয়ের ছায়া ছড়াতে চায় তারা, যারা ভিন্নমতকে শত্রু ভাবে। হুমকি-ধমকি আর কণ্ঠরোধের চেষ্টার মধ্যেও দমে যায় না সাহস। কারণ আন্দোলন শুধু রাজপথে নয়–তা জন্ম নেয় অন্তরে, প্রতিটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলার সাহসে। সেই রাতে, কিছু দরজা খুলেছিল ভয়ের জন্য, আর কিছু দরজা খুলেছিল প্রতিরোধের জন্য।

রাত ছিল নিস্তব্ধ, কিন্তু হৃদয়গুলো ছিল জেগে–১৪ জুলাইয়ের সেই রাতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আকাশ জুড়ে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল একটাই স্লোগনেঃ 'তুমি কে? আমি কে? রাজাকার! রাজাকার!' ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে দেয়া "রাজাকারের নাতি" শব্দ-যুগল যখন পুরো জাতির সাধারণ শিক্ষার্থীদের বিবেক জাগিয়ে তোলে, তখন নিঃশব্দ রাত ভেদ করে জেগে ওঠে সত্যের পক্ষে সাহসী কণ্ঠস্বর। কোনো মাইক ছিল না, কোনো ব্যানার ছিল না–ছিল শুধু অন্যায় সহ্য না করার প্রতিজ্ঞা। রুমে রুমে গিয়ে ভয় দেখানো হয়নি, হয়েছিল ন্যায়ভিত্তিক প্রতিবাদকে থামানোর ব্যর্থ প্রয়াস। কিন্তু সেই রাতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি হল থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা বেরিয়ে এসেছিল–কারণ কিছু প্রতিবাদ পূর্বঘোষণায় হয় না, আত্মমর্যাদার ডাক পেয়ে নিজেই জন্ম নেয়।

যখন ঘুমিয়ে থাকার কথা ছিল–তখনই জেগে উঠেছিল রাজশাহী।
১৪ জুলাই, রাত সাড়ে ১২টা।
জেগে উঠেছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ,
কারণ প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠে তখন ইতিহাস বিকৃতির বিষ।
'রাজাকারের নাতি-নাতনিরা কি পাবে?'–এই ছিল সেই ফ্যাসিস্ট হাসিনার ঘোষণা,
যিনি আসলে সাধারণ শিক্ষার্থীদেরই রাজাকার বলে গালি দেন।
কারণ, এই স্বৈরাচার হাসিনা সরকার সুযোগ-সুবিধা বরাদ্দ থাকে শুধু আওয়ামীলীগ আর তার দোসরদের জন্য।
হলের গেটে তালা ছিল,
কিন্তু ছাত্রসমাজের চেতনায় তালা দেওয়ার সাহস কারও হয়নি।
মেয়েরা বেরিয়ে এলো–
রাস্তা ভেসে গেল 'আমি কে, তুমি কে, রাজাকার রাজাকার' স্লোগানে।
জোহা চত্বর পরিণত হলো জাগরণের আগ্নেয়গিরিতে।
ছাত্র-ছাত্রীরা বললো–
'গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে অধিকার চাইলে যদি রাজাকার হতে হয়,
তবে হোক–তবুও আমরা দাবি থেকে একচুল নড়বো না।'
ঘুম থেকে জেগে উঠেছে চেতনার মিছিল।
এই আগুন আর নিভবে না–এবার গণতন্ত্রের রাজপথে দাবানল ছড়াবেই।

১৪ জুলাইয়ের সেই রাতটা ছিল আরেকটি ৭১–
যেখানে অস্ত্রের বদলে ছিল গলা,
আর গুলির বদলে 'তুমি কে, আমি কে–রাজাকার রাজাকার' স্লোগানের প্রলয়ধ্বনি।
প্রধানমন্ত্রীর অবমাননাকর মন্তব্য
সেদিন শুধু শিক্ষার্থীদের নয়, জাগিয়ে তুলেছিল মুক্তিযুদ্ধের আত্মা।
প্রত্যেক হল থেকে রাত ১২টার অঘোষিত জোয়ারে যখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় মুখর হয়ে উঠেছিল, তখন এ প্রজন্ম বুঝিয়ে দিয়েছিল–
'মুক্তিযুদ্ধ ছিল কোনো বংশের নয়, ছিল এই দেশের ন্যায়ের লড়াই।'
সেদিন সেই রাতেই শিক্ষার্থীরা ট্যাগিং রাজনীতিকে কবর দিয়েছিল;
আর কণ্ঠে তুলে নিয়েছিল এক নতুন শপথ:
"আমরা কাউকে আর রাজাকার বলতে দেব না–
আমরাই মুক্তিযুদ্ধের উত্তরসূরি, আমরাই বৈষম্যের শেষ শ্লোক"।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়:
রাত ছিল নিস্তব্ধ, আকাশ নীরব–কিন্তু হৃদয়গুলো জেগে ছিল আগুন হয়ে। এক গর্হিত মন্তব্যে যখন অবমূল্যায়িত হলো পুরো জাতির সাধারণ শিক্ষার্থীরা, তখন নিঃশব্দ রাত ভেদ করে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল একটি গর্জন: 'তুমি কে? আমি কে? রাজাকার? রাজাকার?' কোনো মাইক ছিল না, কোনো ব্যানার ছিল না–ছিল শুধু ন্যায়ভিত্তিক প্রতিবাদের শুদ্ধ আগুন। রুমে রুমে গিয়ে ভয় দেখানোর চেষ্টাকে ব্যর্থ করে, সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি হলে জন্ম নিয়েছিল নতুন এক জাগরণ। আর সেই জাগরণে, জোহা চত্বর থেকে রওনা দিয়ে বিপ্লবীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে গিয়ে অবরোধ করেছিল ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক।
কারণ, কিছু আন্দোলন পূর্বঘোষণায় হয় না–আত্মমর্যাদার আহ্বানে ইতিহাস নিজেই রচিত হয়!"

১৫ জুলাই, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তৎকালীন সরকার প্রধানের বিতর্কিত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে মতপ্রকাশের অধিকার ও ন্যায়ের দাবিতে প্যারিস রোডে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে এই কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ প্রমাণ করে–বিশ্ববিদ্যালয় কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে নৈতিক প্রতিবাদের শক্তিশালী মাধ্যম।

১৫ জুলাই, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারিস রোডে সময় যেন থমকে দাঁড়িয়েছিল। বৈষম্যবিরোধী ছাত্রআন্দোলনের আহ্বানে শিক্ষার্থীরা একসাথে উচ্চারণ করেছিলেন ন্যায়, সম্মান ও মতপ্রকাশের দাবির কথা। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এই দিনটি হয়ে উঠেছিল কণ্ঠস্বরের সংহতি ও নৈতিক প্রতিরোধের এক অনন্য অধ্যায়।

১৫ জুলাই, দুপুর ১২টা–
রাবির প্যারিস রোড জেগে ওঠে আন্দোলনের সুরে,
বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের মিছিলে গর্জে ওঠে যুক্তির দাবি–
“মেধার মর্যাদা চাই, কোটার নামে অন্যায় নয়!”
ছবিটি সেই মুহূর্তের,
যখন একজন শিক্ষার্থী মাইক হাতে বলছিলো প্রতিবাদের ভাষা,
তার কণ্ঠে ছিলো সত্য, চোখে ছিলো আগুন,
আর প্রতিটি বাক্য ছিলো রাষ্ট্রের গায়ে ছুঁড়ে মারা বজ্রশক্তি।
যখন রাষ্ট্র চায় নীরবতা,
শিক্ষার্থীরা তখন মাইকে তুলে নেয় বিপ্লবের শপথ–
“ক্ষমতার দালাল, নিপীড়নের সেবাদার,
তোমাদের মুখোশ খুলেই ছাড়ব আমরা!”

সন্ত্রাসীদের শেষ পদযাত্রা

প্যারিস রোডে দুপুরের রোদে ছিল না কোনো শিক্ষার আলোকচ্ছটা–ছিল কেবল লোভ, ছিল ক্ষমতার নেশা।

১৫ জুলাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাটি পদদলিত করে হেঁটে চলে একদল নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ।

এরা বইয়ের বদলে বেছে নিয়েছে চাঁদাবাজির খাতা, কলমের জায়গায় হাতিয়ার।

চা-সিঙ্গাড়া আর কোকের প্রতিদানে যারা বিকিয়ে দিয়েছে বিবেক।

এরা ছিল ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসীর মাঠপরিচালক।

এই দিন, এই শো-ডাউন ছিল তাদের শেষ হাঁটা–যেন মৃতের মিছিল, যার অন্ত্যেষ্টি করল ছাত্রজনতার দুর্বার গর্জন।

সেই গর্জন এখন ইতিহাস, প্যারিস রোডে লেখা আছে 'বিদ্রোহীর পথচিহ্ন'।

প্রতিবাদের নিশি, মশালে জ্বলে উঠুক রাত

১৫ জুলাই, রাবির বুদ্ধিজীবী মুক্তমঞ্চে দাঁড়িয়ে মশাল হাতে ছাত্ররা,

১৪ জুলাই শেখ হাসিনার গালি–"রাজাকারের নাতি"–এবং পরদিন সারা দেশের হামলার জবাবে জ্বলে ওঠে নিশির আলো।

ছাত্রলীগ, যুবলীগ, পুলিশ–সব সন্ত্রাসী বাহিনী যেন একত্রিত হয়েছিল শিক্ষার্থীদের কণ্ঠরোধে।

কিন্তু সেই রাতের মশালে তারা বলে দেয়–আমরা দমি না, আমরা চুপ থাকি না।

এই লড়াই শুধু একটা কোটা নয়, এটা লড়াই ইতিহাসের পক্ষ নেয়ার।

ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী–তোমার রাত্রির অন্ধকারে আমরা আলোর মিছিল করে যাব।